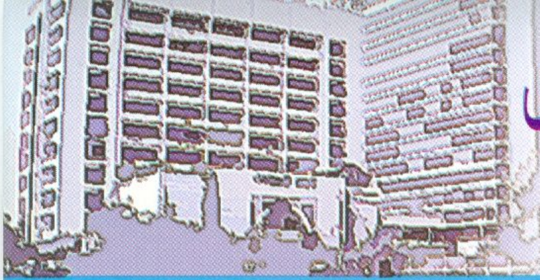

এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১২১ : এপ্রিল-জুন ২০১৬ // রেজি নং-২৪-৮৭

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- এক নজরে মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার
- এডিবির 'বেস্ট প্রজেক্ট টিম এ্যাওয়ার্ড ২০১৫' অর্জন করলো এলজিইডির তিন প্রকল্প
- ইফাদ ঘোষিত 'আউটস্টান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ' ২০১৫ অর্জন করলো সিসিআরআইপি
- এলজিইডিতে দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠিত
- এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
- সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর কার্যমূল্যায়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- ৫টি সিটি কর্পোরেশনে সিজিপির জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান
- সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডি নির্মিত রাবার ড্যাম কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানোর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
- সমাপ্তির পথে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
- শারীরিক প্রতিবন্ধী মকলুদার সাফল্য
- এলজিইডি নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার ঃ উপকূলবাসীর বিপদের সাথী
- ইউজিআইআইপি-৩ এর এডিবি মিশন
- আরটিআইপি-২ঃ বিশ্বব্যাংকের অষ্টম বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সহায়ক মিশন সম্পন্ন
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর
- খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩০ মার্চ ২০১৬ মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের তেজগাঁও সাতরাস্তা থেকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন করেন

দেশকে আরো উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের একাংশের উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে স্কুল পর্যায়েই ট্রাফিক আইন বিষয়ে শিক্ষাদানের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, স্কুলে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তাহলেই এসব দুর্ঘটনা কমতে পারে। গত ৩০ মার্চ বেইলী রোডের অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা উন্নত হচ্ছি। দেশকে আরো উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। যানজট নিরসনে রাজধানীতে আরো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে। শহরকে নিরাপদ চলাচলের উপযোগী করতে হবে। আর সে জন্য আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এই ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে। সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ফ্লাইওভার প্রকল্পটি রাজধানীর সাতরাস্তা থেকে শুরু হয়ে এফডিসি, মগবাজার, বাংলামটর, মৌচাক, মালিবাগ ও শান্তিনগরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ এইচ এম আল-মুতাইরি।

সম্পাদকীয়

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প

এলজিইডির সক্ষমতার আরো একটি মাইল ফলক

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মূলতঃ সমগ্রদেশে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নসহ দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে এই প্রতিষ্ঠানের উঁচু মানের দক্ষ জনবল ও কাজের গুণগত মান বিবেচনায় অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও এলজিইডি অবদান রাখছে।

রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। প্রকল্পটি এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে, যা এটাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বমানের এ ধরণের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন অবকাঠামো নির্মাণে দেশে দক্ষ ও মেধাবী জনবল রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে এলজিইডি জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। ২০১৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ফ্লাইওভারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর আগে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রকল্পের কাজ শেষ করার অনুমোদিত সময় ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও, নিবিড় তত্ত্বাবধান ও দ্রুত কর্মসম্পাদনের ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩০ মার্চ ২০১৬ এ তেজগাঁও সাতরাস্তা থেকে মগবাজার হয়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন করেন। পরে ফ্লাইওভারের এ অংশ যানচলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। ফ্লাইওভারটি ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে যান চলাচল সহজতর করবে। ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই ফ্লাইওভার আধুনিক প্রযুক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে নির্মিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্প সহনীয় পটবিয়ারিং ও শক ট্রান্সমিশন ইউনিট সংযোজন। এছাড়া পিয়ারগুলো বসানো হয়েছে সড়কের মধ্যরেখা বরাবর এবং পাইল ক্যাপের উপরিতল থাকছে বর্তমান সড়কের সমতলে অর্থাৎ ফ্লাইওভার নির্মাণের পর ফ্লাইওভারের নিচে সড়কের সম্পূর্ণ অংশই ব্যবহার করা যাবে।

আজ প্রমাণিত সঠিক দিক নির্দেশনা আর যোগ্য ও দক্ষ লোকবল থাকলে যে কোনো বৃহৎ প্রকল্প যে সময়মত ও গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা সম্ভব; মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার তার অনন্য দৃষ্টান্ত। এছাড়াও এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সব বড় বড় সেতু, সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ করছে, তা আগামী প্রজন্মের জন্য এই আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই যোগাবে যে- আমরাও পারি।

এক নজরে মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১২১৮.৮৯৬৯ কোটি টাকা।
অর্থায়ন ঃ বাংলাদেশ সরকার, সৌদি উন্নয়ন তহবিল (এসএফডি) ওপেক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল (ওফিড)
অংশ ঃ ৩টি

- তেজগাঁও সাতরাস্তা থেকে মগবাজার মোড় হয়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এবং ঃ ২১০৫
  সোনারগাঁও রেল ক্রসিং বর্ধিতাংশ ঃ ৪৫০
- বাংলামটর থেকে মগবাজার মোড় হয়ে মৌচাক ঃ ২২০৮
- শান্তি নগর-রাজারবাগ-মালিবাগ-রামপুরা ঃ ৩৯৩৭

মোট দৈর্ঘ্য ঃ ৮৭০০ মিঃ

লেন সংখ্যা ঃ ২ ও ৪টি
লেভেল ক্রসিং ঃ ৩টি (সোনারগাঁও, মগবাজার ও মালিবাগ)
ইন্টারসেকশন ঃ ৮টি
র‍্যাম্প ঃ ১৫টি
পাইল ঃ ১২২২টি
পাইল ক্যাপ ঃ ২৬২টি
পিয়ার কলাম ঃ ৩১১টি
পিয়ার ক্যাপ ঃ ৩০৩টি
প্রিস্ট্রেসড গার্ডার ঃ ৫৪৪টি
বক্স গার্ডার ঃ ১৯৯৫টি।

এডিবির 'বেস্ট প্রজেক্ট টিম এ্যাওয়ার্ড ২০১৫' অর্জন করলো এলজিইডির তিন প্রকল্প

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর এর কাছ থেকে এ্যানুয়াল পারফরমেন্স রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৫ গ্রহণ করছেন ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। এসময়ে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন

গত ১৮ মে ২০১৬, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এক অনুষ্ঠানে এ্যানুয়াল পারফরমেন্স রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৫ ঘোষণা করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ২০১৫ সালের এ পুরস্কার লাভ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) ও (ইউজিআইআইপি-৩)। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার অর্জন করে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) ও সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি)। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, লক্ষ্য অর্জনে সফলতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, টিম ওয়ার্ক ও যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা গড়ে তোলার পাশপাশি উন্নত নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকল্প পরিচালক ও তার দলকে এ পুরস্কার প্রদান করে। উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এ ধরণের পুরস্কার সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বাক্ষর বহন করে।

উল্লেখ্য ইউজিআইআইপি-২ ইতোপূর্বে ২০১১ ও ২০১৩ সালে এবং সিআরডিপি ও এসআরআইআইপি ২০১৪ সালে এডিবি কর্তৃক বেস্ট প্রজেক্ট টিম স্বীকৃতি লাভ করে।

ইফাদ ঘোষিত 'আউটস্ট্যান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ' ২০১৫ অর্জন করলো সিসিআরআইপি

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর হাতে ইফাদ এর 'আউটস্টান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ' ২০১৫ সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন ইফাদের কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার নিকোলাস সাঈদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও মোঃ খলিলুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইফতেখার আহমেদ, মোঃ আউলাদ হোসেন, নূর মোহাম্মদ এবং সিসিআরআইপি এর প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশে ইফাদ সাহায্যপুষ্ট বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২০১৫ সালের 'আউটস্ট্যান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ' স্বীকৃতি লাভ করে এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট (সিসিআরআইপি)। এ উপলক্ষে ২ জুন ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইফাদ এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার নিকোলাস সাঈদ।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকার এর প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করে সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জন করায় ইফাদ সিসিআরআইপি কে ২০১৫ সালের এ স্বীকৃতি প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে ইফাদ এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর হাতে এ স্বীকৃতি সনদ তুলে দেন। এ সময়ে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প পরিচালক, সিসিআরআইপি, এ, কে, এম লুৎফর রহমানসহ এলজিইডি ও ইফাদ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডিতে দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠিত

এলজিইডিতে দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, বিশেষ অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায় এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ২০ জুন ২০১৬ সোমবার এলজিইডির সদর দপ্তরে এক দোয়া মাহফিল ও ইফতারের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়। এলজিইডির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ দোয়া মাহফিলে যোগ দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিআরডি মন্ত্রী পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করেন। তিনি এলজিইডির সমৃদ্ধি কামনা করেন। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং এলজিইডির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দোয়া মাহফিলে উপস্থিত হওয়ায় ধন্যবাদ জানান। দোয়া মাহফিলে দেশের সমৃদ্ধি, সুখ ও শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড এর আয়োজনে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত এসএসসি ও এইচএসসি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা সনদ তুলে দিচ্ছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ও এলকেএসএস এর সভাপতি জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি (এলকেএসএস) লিমিটেডের ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ জুন শনিবার এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী এবং এলকেএসএস এর সভাপতি জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। সভাপতির বক্তব্যে জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, সমিতির গৃহীত কর্মসূচিসমূহের সফল বাস্তবায়নে তিনি আশান্বিত। এলকেএসএস গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এলজিইডি পরিবারের সদস্যদের একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় নিয়ে আসা, তাদের দুঃসময়ে অসহায় সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা দেয়া। আর এ জন্য সমিতির সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে সাতটি লাভজনক প্রকল্প। তিনি বলেন, সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত ১২তম বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত এক বছরে সমিতির কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। এতে সমিতির কার্যক্রমের সাফল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকল সদস্যই এই সাফল্যের অংশীদার। আগামী বছরগুলোতে সমৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে প্রধান প্রকৌশলী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্বাগত বক্তব্যে ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ১২ বছর আগে যে উদ্দেশ্য ও ব্রত নিয়ে শুরু হয়েছিল এলকেএসএস এর পথ চলা, তার অনেকটাই-অর্জিত হয়েছে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা এবং সময়োপযোগী পরামর্শে। সমিতির সম্মানিত সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা সমিতিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

সমিতির ২০১৫-১৬ এর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এলকেএসএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আউলাদ হোসেন। এরপর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী ও সমিতির পরিচালক (অর্থ) মোঃ আবদুস সাত্তার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন। পরে এলকেএসএস এর পক্ষ থেকে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান, যারা এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে, তাদের সম্বর্ধনা দেয়া হয়। কৃতি শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর কার্যমূল্যায়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর কার্যমূল্যায়ন কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব (নগর উন্নয়ন) মোহাম্মদ রেজাউল করিম

২ জুন ২০১৬, এলজিইডি সদর দপ্তরে জাইকা সহায়তাপুষ্ট সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর প্রথম কার্যমূল্যায়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি গত ২০১৪ সালে দেশের পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান (আইসিজিআইএপি) কার্যক্রম বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য অর্জনে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বিশেষ অতিথি, জাইকা-বাংলাদেশের প্রোগ্রাম এ্যাডভাইজার হিরোকি ওয়াতানাবে বলেন, সিটি কর্পোরেশনসমূহে 'পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতকরণ ও অবকাঠামো নির্মাণ'-এর মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সিজিপি। স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব (নগর উন্নয়ন) মোহাম্মদ রেজাউল করিম কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণের ফলে বিদ্যমান নাগরিক সেবার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাই সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ও দক্ষতার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

প্রকল্প পরিচালক শাহ্জাহান মোল্লা কর্মশালায় প্রকল্পের কার্যমূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। প্রকল্পভুক্ত পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনই প্রথম কার্যমূল্যায়নে সাফল্য লাভ করে। এই সাফল্যের ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত সকল সিটি কর্পোরেশনকে দ্বিতীয় ব্যাচে অর্থ বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা হয়।

কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়ার্কিং গ্রুপ (গভর্নেন্স) এর সদস্য, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের কর্মকর্তা, পরামর্শকসহ প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫টি সিটি কর্পোরেশনে সিজিপির জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান

রংপুর সিটি কর্পোরেশনে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান

জাইকা সহয়তাপুষ্ট সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি)-এর সহযোগিতায় রংপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ২০ থেকে ২৭ এপ্রিল ২০১৬ জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান চালানো হয়। এ সব প্রচারাভিযানে সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স ও পানির বিল পরিশোধ, ব্যবসা শুরুর জন্য ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ, বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ, শহরের ড্রেনের সঙ্গে সেপটিক ট্যাংক সংযোগ না করার বিষয়ে নগরবাসীকে সচেতন করা হয়। মাইক ও ব্যান্ডপার্টির সাথে সাথে প্রচারাভিযানকে দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত করার জন্য অংশগ্রহণকারীগণ টি-শার্ট ও টুপি পরে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করেন। প্রচারাভিযানে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নগরবাসী অংশ নেন।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দেন প্যানেল মেয়র আবুল কাশেম। ২৪ এপ্রিল গাজীপুরের প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দেন ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুজ্জামান কিরণ। নারায়ণগঞ্জ সিটি মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভি'র নেতৃত্বে ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণগঞ্জ নগরের র‌্যালী।

২৬ ও ২৭ এপ্রিল কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দেন স্ব স্ব নগরের মেয়র যথাক্রমে মনিরুল হক সাক্কু ও আ জ ম নাসির উদ্দিন।

সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডি নির্মিত রাবার ড্যাম কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানোর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

গজারিয়া খালে ১৫০ মিটার রাবার ড্যাম

সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ একটি হাওড় বেষ্টিত জেলা। এ জেলার ১১টি উপজেলায় ১৩৮টি ছোট বড় হাওড় রয়েছে। হাওরের বেশিরভাগেরই ফসল প্রায় প্রতিবছর বাঁধ ভেঙে বা বাঁধ উপচে পানি ঢুকে তলিয়ে যায়। সুনামগঞ্জ শহর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে মেঘালয় পাহাড় ও চেরাপুঞ্জি এলাকা যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এর প্রভাবে ভাটিতে হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জে পাহাড়ী ঢল আর বন্যা এলাকার মানুষের দুর্ভোগের কারণ।

২০১৫-২০১৬ বছরে আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে এই জেলার জগন্নাথপুর, ধরমপাশা, তাহিরপুর, দিরাই ও শাল্লা উপজেলার ধান তলিয়ে যায়। অথচ একই জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার হাওড় অঞ্চল ছিল ব্যতিক্রম। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওড় এলাকার কৃষকেরা ধান কেটেছেন। কারণ এখানে এলজিইডি নির্মাণ করেছে ৩০ মিটার দীর্ঘ ঘাঘটিয়া ও ১৫০ মিটার দীর্ঘ গজারিয়া খালে রাবার ড্যাম। এই রাবার ড্যাম দু'টি করচার হাওর পাড়ের প্রায় অর্ধ লক্ষ কৃষকের স্বপ্ন দেখার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে।

আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙে বা বাঁধ উপচে পানিতে এলাকার প্রায় ৪২ হাজার হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, যার মূল্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। স্থানীয়রা জানান, ১৫০ লক্ষ হেক্টরের বেশি জমির ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সে হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকা। এই বিশাল ক্ষতির আশংকা থেকে রক্ষা পেয়েছেন একমাত্র বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওড়ের কৃষকগণ। এই হাওড়ে রয়েছে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমি। কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত উপপরিচালক মীর বজলুর রশিদ বলেন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২০১৫-২০১৬ বছরে প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরোর আবাদ করা হয়। সেখান থেকে প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল। কিন্তু আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ভাতেরটেক গ্রামের হোসেন আলী বলেন, রাবার ড্যাম নির্মাণের পূর্বে চৈত্র মাসের শেষের দিকে বাঁধ ভেঙে ফসল ডুবে যাওয়ার চিন্তায় রাতে ঘুম হতো না। আবার ভাতেরটেক গ্রামের কৃষিজীবী জুবেদা হাসান বলেন, রাবার ড্যামের উপরের সেতু দিয়ে আমরা চলাচল করতে পারছি, ধান শুকাতে পারছি, অন্যবছর বাঁধ ভেঙে প্রবল বেগে পানি নামতো, ফলে এপার থেকে ওপারে যাওয়া সম্ভব হতো না। চালবন্ধের কৃষক শাহেদ আলী বলেন, রাবার ড্যাম দু'টি আমাদের কাছে স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এলাকা থেকে শহরে যেতে হলে রাবার ড্যাম নির্মাণের পূর্বে দু'টি স্থানে খেয়া পারাপার লাগতো, এখন আর লাগে না।

এলাকার সমাজকর্মী শাহ পরান বলেন, এই কাজের জন্য সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এভাবে নদীর পানি আটকানো যায় আমরা আগে বুজতে পারিনি। দীর্ঘস্থায়ী এ ব্যবস্থায় সকল কৃষকই আনন্দিত। তাই বলা যায় ঘাঘটিয়া ও গজারিয়া খাল রাবার ড্যাম কৃষকদের স্বপ্ন দেখা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সমাপ্তির পথে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে শুরু হয় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) সহায়তাপুষ্ট বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার জনগণের অংশগ্রহণে একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা, যাতে করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়া যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুরের ১৫টি জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় ২৪২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পে উপকারভোগী নারী-পুরুষের সঙ্গে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়ীত্বের জন্য উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের কারিগরি জ্ঞানের পাশাপাশি এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে নয় স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও কাজ করেছে প্রকল্পটি।

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

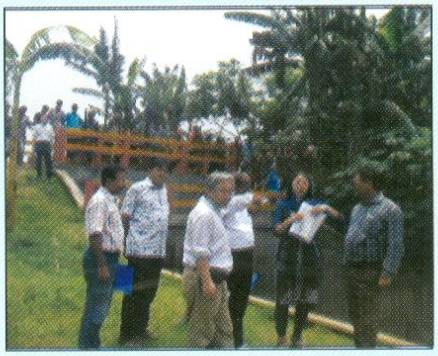

মিশন ও সার্ভে টিমের সদস্যরা ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার খড়িয়া নদী উপপ্রকল্প পরিদর্শন করেন

শারীরিক প্রতিবন্ধী মকলুদার সাফল্য

আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৬ অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে মকলুদা এলজিইডি থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

মকলুদা আক্তার জন্মগত প্রতিবন্ধী। এক পা পঙ্গু। জীবনের শুরুতে এ প্রতিবন্ধিতা অভিশাপ মনে হতো। কিন্তু তা তাকে দমাতে পারেনি। অদম্য মানসিক শক্তি ও সামনে এগুনোর স্বপ্ন তাকে সফল করেছে। মকলুদার জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার টুকেরগাঁও গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে।

প্রতিবন্ধিতা নিয়েই মাকলুদা গ্রামের অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত স্কুলে যেতো। কিন্তু হঠাৎ তার বাবা মারা যাওয়ায় সংসারে দুরবস্থা তৈরি হয়। মকলুদা মাকে সাহায্য করার কথা ভাবতে থাকে। সে স্কুলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অষ্টম শ্রেণির পাঠ সম্পন্ন করে তার আর স্কুলে যাওয়া হয়নি।

পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা নিরসনে সে ক্ষুদ্র পরিসরে দর্জির কাজ শুরু করে। মকলুদার মা খাইরুন বেগম হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (হিলিপ) লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) এর সদস্য হন এবং হিলিপ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত রাস্তায় কাজ করতে থাকেন। প্রতিদিনের মজুরির কিছু অংশ সঞ্চয় করেন। এ সঞ্চিত টাকা দিয়ে মাকলুদার জন্য সেলাই মেশিন কেনেন, যা মাকলুদার কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু দক্ষতার অভাবে মাকলুদা চাহিদা মত উন্নতমানের কাটিং ও সেলাই করতে পারতো না। একদিন হিলিপ প্রকল্পের সোশ্যাল অর্গানাইজার মাকলুদার মা খাইরুন বেগমকে জানান যে, হিলিপের সাপ্লিমেন্টারি প্রকল্প "ক্লাইমেট এ্যাডাপটেশান এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন" (ক্যালিপ) থেকে মহিলাদের টেইলারিং ও ড্রেসমেকিং এর ওপর ছাতকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মাকলুদা ছাতক টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত ৪৫ দিনের এ আবাসিক প্রশিক্ষণ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মকলুদার আস্থা আরও বেড়ে যায়। এখন সে দক্ষতার সঙ্গে দর্জির কাজ করে গড়ে প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় করে। সে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও সাহায্য করছে। সংসারের সব চাহিদা মিটিয়ে মকলুদা প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় করছে।

মকলুদার এ অভাবনীয় সাফল্যের জন্য হিলিপ এলজিইডি আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৬ তে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে তাকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেয়। মকলুদা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। ৮ মার্চ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তাকে সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা স্মারক, দশ হাজার টাকা ও সনদপত্র দেয়া হয়।

মকলুদা নিজের বাড়িতে পোশাক তৈরি করছেন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এলাকার গরীব, দুঃস্থ ও ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ; আত্ম-কর্মসংস্থানে উৎসাহ ও এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি এবং সচেতনতা ও দক্ষতা বাড়াতে সামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে।

নতুন প্রকল্প প্রণয়নের প্রস্তুতি

সমাপ্তকৃত এসএসডব্লিউআরডিপি-জাইকা প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২য় পর্যায় হিসেবে নতুন একটি প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি জাইকা সদর দপ্তর থেকে একটি মিশন ও ৩ সদস্য বিশিষ্ট সার্ভে টিম বাংলাদেশ সফর করে।

সার্ভে টিমের সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন

মিশন এলজিইডির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয় এবং টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি উপপ্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে এবং উপকারভোগীদের প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে। তারা মাঠ পর্যায় থেকে কৃষি, মৎস্য, জেন্ডার ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে, যার ভিত্তিতে ২য় পর্যায়ের নতুন প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হবে।

নতুন প্রকল্প ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে বাঁধ, খাল, অবকাঠামোর পাশাপাশি উপ-প্রকল্প এলাকার উপ-প্রকল্পের নিকটবর্তী রাস্তা এবং গ্রামীণ বাজারসমূহ উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২য় পর্যায়ের প্রকল্পটি শুরু হতে পারে বলে আশা করা যায়।

এলজিইডি নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার : উপকূলবাসীর বিপদের সাথী

ভোলা সদর উপজেলায় স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার এর চাবি হস্তান্তর করেন আইডিবির ফায়েল খায়ের প্রোগ্রামের সমন্বয়ক ড. মোহাম্মদ হাসান সালেম

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় উপকূলীয় এলাকার জনগণের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে এলজিইডি নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বা সাইক্লোন শেল্টারগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এই বাস্তবতায় এলজিইডি নির্মিত ৩৪টি স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টারের নির্মাণ কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে।

ভোলা জেলার ৬টি উপজেলায় ফায়েল খায়ের কর্মসূচির আওতায় এগুলো নির্মাণ করা হয়। সৌদি আরবের প্রয়াত বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ এ সকল শেল্টার নির্মাণের জন্য ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করেন, যা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়।

গত ২৯ থেকে ৩১ মে ২০১৬ ভোলা জেলার ৬টি উপজেলায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে এ সকল স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার হস্তান্তর এবং স্কুল কমিটির কাছে চাবি প্রদান করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইডিবির ফায়েল খায়ের প্রোগ্রামের সমন্বয়ক ড. মোহাম্মদ হাসান সালেম, ফায়েল খায়ের প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিচালক সুফী মুস্তাক আহমেদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক ও সমন্বয়ক মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং ফায়েল খায়ের প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক রিচার্ড ল্যাংফর্ড-জনসন।

এই কর্মসূচির আওতায় নির্মিত প্রতিটি আধুনিক স্থাপনা ২৪০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানে সহায়ক হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ২,০০০ মানুষ এবং ৫০০ গবাদি পশু প্রতিটি ভবনে আশ্রয় নিতে পারবে।

সম্প্রতি বয়ে যাওয়া সাইক্লোন "রোয়ানু"র সময় ১১,০০০ এর বেশি মানুষ ও প্রায় সাড়ে তিন হাজার গবাদি পশু বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর ও ভোলা জেলার ফায়েল খায়েরের বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদে অবস্থান নেয়।

এদিকে জরুরি ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ইসিআরআরপি) এর আওতায় এলজিইডি দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী ৯টি জেলায় এ পর্যন্ত ২২৪টি স্কুল কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যমান ৪৬০টির মধ্যে ৩৮৯টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের পুনর্বাসন কাজ শেষ করেছে। এছাড়া ১৫টি কিল্লা নির্মাণ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১৪টির নির্মাণ ও ৭১টির পুনর্বাসন কাজ আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।

বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে এগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুপার সাইক্লোন (সিডর) এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে জানমাল রক্ষা করা, প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারি কর্মসূচি যেমন: ইপিআই, এনজিও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য এসব অবকাঠামো ব্যবহার করা।

অধিকাংশ ৩-তলা বিশিষ্ট সাইক্লোন শেল্টারের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থাকছে নারী ও পুরুষের জন্য ৪টি পৃথক টয়লেট, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আলাদা রুমসহ সংযুক্ত টয়লেট, স্টোররুম, প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা, ২য় তলায় ২টি টিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়নসহ সোলার এনার্জি সিস্টেমে আলোর ব্যবস্থা এবং রেইন ওয়াটার হারভেসটিং ব্যবস্থা।

৩ তলা বিশিষ্ট স্কুল কাম-সাইক্লোন শেল্টার ভবন

ইউজিআইআইপি-৩ এর এডিবি মিশন

২ জুন ২০১৬, মাগুরা পৌরসভা আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি'র মিশন ৩০ মে থেকে ০৩ জুন ২০১৬ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রকল্প পরিচালক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়।

মিশন সদস্যরা প্রকল্প ভুক্ত মাগুরা, চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী, নওগাঁ ও জয়পুরহাট পৌরসভা পরিদর্শন করেন। এসময়ে তারা মাঠ পর্যায়ের চলমান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনসহ পৌরসভাসমূহের মেয়র, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নগর সমন্বয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এছাড়াও তারা প্রকল্পের চলমান জেন্ডার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মিশন সদস্যরা মেহেরপুর পৌরসভার বার্ষিক উন্মুক্ত বাজেট সভায় যোগদান করেন। এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবির অতিরিক্ত অর্থায়নে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কুষ্টিয়া পৌরসভার প্রোজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স (পিপিটিএ) এর কর্মশালায়ও অংশ নেন। এডিবি ম্যানিলা অফিসের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট আলেক্সান্ডারা ভল এর নেতৃত্বে ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রোজেক্ট ম্যানেজার এ, কে, এম রেজাউল ইসলাম, এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এর সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার) মোঃ শহিদুল আলম, জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইজার, রীনা সেনগুপ্তাসহ ইউজিআইআইপি-৩ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ মিশনে অংশ নেন। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত র‍্যাপ-আপ সভায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

আরটিআইপি-২ঃ বিশ্বব্যাংকের অষ্টম বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সহায়ক মিশন সম্পন্ন

বিশ্বব্যাংক মিশনের সামনে প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরছেন আরটিআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর ওপর বিশ্বব্যাংকের অষ্টম বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সহায়ক মিশন সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২-২৬ মে ২০১৬ পর্যন্ত এ মিশন পরিচালিত হয়। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের পুনর্গঠন নিশ্চিত করা, অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করা। আট সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার ফরহাদ আহমেদ। মিশন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রকল্পের পারফরমেন্স নতুন গতি পেয়েছে। প্রতিবেদনে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতি এবং প্রকল্পে সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক রেটিং করা হয়। একইসঙ্গে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা অগ্রগতিতে মোটামুটি সন্তোষজনক রেটিং করা হয়। সার্বিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, প্রকল্পের সব সূচকের গতি উর্ধ্বমুখী। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ও বিল পরিশোধের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা কমানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে মিশন সুপারিশ করে। একইসঙ্গে গ্রামীণ নদীপথ খননের সময় সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি ও পরামর্শকদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে পরামর্শ দেয়।

মিশন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব কাজী শফিকুল আজম এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে।

শুরুতে মিশন প্রকল্পের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর কাছ থেকে অবহিত হয়। পরে আরটিআইপি-২ এর উদ্যোগে ব্র্যাকের সঙ্গে সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ক প্রচারাভিযান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সঙ্গে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে কৌশলগত সহায়তা ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) সঙ্গে প্রকল্পের ভিত্তিজরিপ সম্পর্কিত তিনটি উপস্থাপনায় অংশ নেয়।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি জাপান সফরকালে কোবে সিটি মেয়র মিঃ কিজো হিসামোতোর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এসময় নারায়ণগঞ্জ সিটি মেয়র ড. সেলিনা হায়াৎ আইভি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি'র নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল গত ১৯-২৫ এপ্রিল ২০১৬ জাপানের রাজধানী টোকিও ও কোবে সিটি এবং সিংগাপুরে ইনসিনারেশন প্লান্ট ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রবৃন্দ, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব এবং এলজিইডির নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিনিধিদল জাপানের রাজধানী টোকিওতে অবস্থিত ক্লিন অথরিটি অব টোকিও কর্তৃক পরিচালিত 'ওটা' ইনসিনারেশন প্লান্ট সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। জাপানের কোবে শহর পরিদর্শনের অংশ হিসেবে কোবে সিটি মেয়র কিজো হিসামোতো এবং হিয়োগো প্রিফেকচারের গভর্নর তোশিকো ইদো-এর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া তারা কোবে শহরের হিগাশি ক্লিন সেন্টার (ইনসিনারেশন প্লান্ট) পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধিদল সিঙ্গাপুরে তুয়াস সাউথ ইনসিনারেশন প্লান্ট পরিদর্শন করে। এই ইনসিনারেশন প্লান্টটি সিঙ্গাপুরের ৪টি প্লান্ট এর মধ্যে সর্ববৃহৎ। প্রতিদিন ৩০০০ মেঃ টন কঠিন বর্জ্য এই প্লান্টটির মাধ্যমে পোড়ানো হয়। এই প্লান্ট এ উৎপাদিত এ্যাশ এবং নন-ইনসিনারেশন ওয়েস্ট দ্বারা ল্যান্ড ফিল করা হচ্ছে। এই প্লান্টে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৮০ মেগাওয়াট, যার ২০ শতাংশ দ্বারা প্লান্টটি পরিচালিত হয় এবং অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হয়। পোড়ানোর পর বর্জ্যের আয়তন ১০ শতাংশে নেমে আসে। জাপান সফরকালে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিতেতোসি ইরিগাকি-র সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন (সড়ক ও সেতু), মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নে জাইকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। মাননীয় মন্ত্রী ২০২০ সালের অলিম্পিক ও প্যারালম্পিকের আয়োজক দেশ হওয়ায় জাপানকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রস্তুতিমূলক অবকাঠামো নির্মাণ কাজে বাংলাদেশের জনবল নিয়োগের বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

এ সময় মাননীয় মন্ত্রী জাপান ব্যবসায়ী সংস্থা জেটরো-র ভাইস প্রেসিডেন্ট শিতোশি শিমোমুরা এবং জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বৈশ্বিক পরিবেশ বিষয়ক ভাইস মিনিস্টার মাসাকি কোবায়াশির এর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। উল্লিখিত সফরের প্রেক্ষিতে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ইনসিনারেটর স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রোফরমা তৈরির নির্দেশ দেন, যার প্রেক্ষিতে সিটি গভর্নেন্স প্রকল্প (সিজিপি) থেকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইনসিনারেশন প্লান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা হয়েছে।

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেতু উদ্বোধনকালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার ঘোষণার কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। পরে মন্ত্রী মির্জাপুর উপজেলায় প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বংশাই নদীর ওপর নির্মিত ৩০০ মিটার সেতু ও ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে লৌহজং নদীর ওপর নির্মিত ৪০০ মিটার সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। পাথরঘাটা সড়কে বংশাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণের ফলে মির্জাপুর থেকে লতিফপুর ইউনিয়ন ও তরফপুর ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের মধ্য দিয়ে বাসাইল উপজেলা ও হাটুভাঙ্গা সখিপুর সড়কের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়েছে। দেওহাটায় লৌহজং নদীর ওপর সেতু নির্মাণের ফলে ধামরাই উপজেলা দিয়ে ঢাকা মানিকগঞ্জ জাতীয় মহাসড়কের সাথেও সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলে এলাকার ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। সেতু দুটি নির্মাণের ফলে এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা আরো সহজতর হলো। এলজিইডির ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ শীর্ষক প্রকল্প থেকে বংশাই নদীর ওপর এবং পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) (২য় খণ্ড) শীর্ষক প্রকল্প থেকে লৌহজং নদীর ওপর সেতু দুটো নির্মিত হয়।

খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুন ২০১৬ কমলাপুর রেল স্টেশনে হাতিরঝিল রামপুরা প্রান্তে সাউথ ইউ-লুপ ও খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ এর ফলক উন্মোচন করেন

রাজধানীর পূর্বাংশ থেকে কেন্দ্রস্থলে যান চলাচলের সুবিধার্থে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তের নবনির্মিত লুপটি গত ২৫ জুন ২০১৬ খুলে দেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমলাপুর রেল স্টেশনে এক অনুষ্ঠানে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ খুলে দেয়ার ঘোষণা দেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তের এ লুপটি নির্মাণ করে। একই অনুষ্ঠানে তিনি আন্তঃনগর ট্রেন চালু ও পরে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন। এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি, রেলমন্ত্রী মোঃ মজিবুল হক এমপি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে দেশের প্রথম ফ্লাইওভার (খিলগাঁও ফ্লাইওভার) নির্মাণ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন করে। ২০০১ সালের ২ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ফ্লাইওভারের মূল ডিজাইনে ৩টি র‌্যাম্প ও ২টি লুপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর ২০০৫ সালে মূল ডিজাইনের সায়েদাবাদ প্রান্তের একটি লুপ বাদ দিয়ে খণ্ডিতভাবে ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করা হয় এবং যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। এতে প্রগতি সরণী ও ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চল তথা মাদারটেক, বাসাবো, কদমতলী, সিপাহীবাগ ইত্যাদি এলাকার বিপুল সংখ্যক যানবাহন ফ্লাইওভার ব্যবহার করে ঢাকার কেন্দ্রস্থল মতিঝিল ও গুলিস্তানে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফ্লাইওভার নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এবং এলাকার যানজট কমাতে ২০১০ সালে ফ্লাইওভারের মূল নকশা অনুযায়ী বাদ দেয়া লুপ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য, খিলগাঁও রেল ও রোড ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসন করে জনগণের যাতায়াতে সময় হ্রাস করা, ফ্লাইওভারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ফ্লাইওভার ব্যবহার করে প্রগতি সরণি ও ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চলের যানবাহনের জন্য রাজারবাগ, মতিঝিলের দিকে সরাসরি যাতায়াত সুবিধা সৃষ্টি করা।

এক নজরে খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৭৪৬২.৯৬ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন ঃ বাংলাদেশ সরকার
ফ্লাইওভারের ধরণ ঃ প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার ও আরসিসি বক্স গার্ডার
লুপের দৈর্ঘ্য ঃ ৬২০ মিটার
প্রস্থ ঃ ৬.৫০ মিঃ
কাজ শুরুর তারিখ ঃ ০১-০৭-২০১২ ইং।
সমাপ্তির তারিখ ঃ ২৪-১২-২০১৫ ইং।

পূর্ত কাজের প্রধান অংগসমূহ

ক) পাইল ঃ ৯৫টি।
খ) পাইল ক্যাপ ঃ ২৩টি।
গ) পিয়ার ঃ ২৩টি।
ঘ) পিয়ার ক্যাপ ঃ ২৩টি।
ঙ) পিসি গার্ডার ঃ ৩৯টি।
চ) মোট স্প্যান ঃ ২২টি (১৮টি ডেক স্লাব ৪টি বক্স ডেক)।

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তের ইউ লুপ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন করেন

রাজনীতি করছি নিজের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নয়, মানুষের কল্যাণে
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের সুষম উন্নয়নই তাঁর লক্ষ্য। গত ৩০ এপ্রিল গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ সরকারি কলেজ মাঠে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, "আমি জাতির পিতার কন্যা। রাজনীতি করছি নিজের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নয়, মানুষের কল্যাণে। বাকি জীবন সেটাই করে যাবো। আমাদের লক্ষ্য দেশের সুষম উন্নয়ন করা।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই দেশের মানুষের জন্য আমার বাবা মা ভাই সবাই জীবন দিয়ে গেছেন। আমি সব হারিয়েছি, আমার তো আর হারাবার কিছু নেই। চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। এখন এ দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে চাই।" অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি, এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহম্মদ, লে. কর্ণেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি বক্তব্য রাখেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী প্রমুখ। এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়ায় শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। সেখানে তিনি এলজিইডির "উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় মধুমতি নদীর ওপর নির্মিত চাঁপাইল ব্রিজ, টুংগীপাড়া প্রধান ডাকঘর, গোপালগঞ্জ জেলা মহিলা সংস্থার নবনির্মিত ভবন, গোপালগঞ্জ জেলা শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ ১০ কিলোওয়াট এফএম রেডিও স্টেশন, গোপালগঞ্জ-কাশিয়ানী-গোবরা নতুন রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডির উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য মুকসুদপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

দেশের সুষম উন্নয়নে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য
– স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

মির্জাপুর পাথরঘাটা সড়কে বংশাই নদীর ওপর নির্মিত সেতু উদ্বোধন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, বলেছেন, দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল এলাকার যথাযথ উন্নয়নে বর্তমান সরকার রাস্তা-ঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করে যাচ্ছে। গত ২৮ এপ্রিল ২০১৬ টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বংশাই ও লৌহজং নদীর ওপর নবনির্মিত সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব একাব্বর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১০

উপদেষ্টা: শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি। **সম্পাদক:** মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েব সাইট: www.lged.gov.bd